দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 FEB 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

ডিগ্রী পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আগামীকাল সোমবার অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রী পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচী নেয়ায় এই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ফলে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক শাহ হাবিবুর রহমান জানান, এই পরীক্ষা গ্রহণের সকল প্রস্তুতি শেষ। তবে শিক্ষকগণ পরীক্ষা বর্জন করলে ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হবে না। এই অনিশ্চয়তার কারণে তারা উদ্বেগের মধ্যে আছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবার ৮৫ হাজার পরীক্ষার্থী এতে অংশ নেবে। পরীক্ষা গ্রহণের জন্য মোট ১৩২টি কেন্দ্র রয়েছে।

চট্টগ্রাম থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানান, শিক্ষক সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শনিবার জেলা প্রশাসকের বৈঠক হয়েছে। কিন্তু বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এদিকে সড়ক পরিবহণ ধর্মঘট শুরু হওয়ায় বিভিন্ন উপজেলা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের জন্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলা সদরের বাইরে অবস্থিত কলেজসমূহের পরীক্ষার্থীরা আসতে পারবে কিনা সে প্রশ্নও রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ধর্মঘটী শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে গত রাতে সরকার পক্ষের বৈঠক হয়েছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বৈঠক চলছিল।

ধর্মঘটী শিক্ষকদের নেতৃবৃন্দ গতকাল সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ তাদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে সামগ্রিক পরিস্থিতি শেখ হাসিনাকে অবহিত করেন। বিরোধী দলের নেত্রী আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শেখ হাসিনা শিক্ষকদের দাবী-দাওয়ার প্রতি সমর্থন জানান এবং এ ব্যাপারে উদ্যোগ না নেয়ার জন্য সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, স্কুলে নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। ঠিক সেই সময়ে সৃষ্ট বর্তমান অচলাবস্থা শিক্ষা জীবনকে ধ্বংস করে দেবে। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে যাতে ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী হতে পারে তার উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব সরকারের।

(৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ডিগ্রী পরীক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

যারা শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, হেনা দাস, শেখ আমানুল্লাহ, অধ্যক্ষ এ কে এম শহিদুল্লাহ, ডঃ ম আকতারুজ্জামান, কাজী ফারুক আহমদ, সদরউদ্দিন হাওলাদার, হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ নূরুল্লাহ ও হাজেরা বেগম।

এদিকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (আশরাফ-নজরুল) ১১ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে শিক্ষক-কর্মচারীদের এক সমাবেশ আহ্বান করেছে। এর প্রস্তুতি হিসাবে গতকাল সকালে মতিঝিল মডেল হাইস্কুলে নগরীর শিক্ষক-কর্মচারীদের এক সভা হয়। নগর কমিটির সহসভাপতি ইয়াকুব আলী এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় শিক্ষক-কর্মচারীদের এক দফা দাবী চাকরি জাতীয়করণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারিগণ ১৮ জানুয়ারী ধর্মঘট শুরু করেন।